আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪

International Migrants Day and National Expatriates Day 2024

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বুধবার, ৩ পৌষ ১৪৩১ / ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রবাসীর অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার
বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, আমাদের সবার

বিশেষ ক্রোড়পত্র | আয়োজনে: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৩ পৌষ ১৪৩১
১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবছরের ন্যায় এবারও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত অভিবাসী বাংলাদেশি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিগণ সে দেশে নিজ মাতৃভূমিকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। বর্তমানে ১৭০টিরও বেশি দেশে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ বাংলাদেশি বসবাস করছেন। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিতকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন মানব-হিতৈষী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং ব্যবসাবাণিজ্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছেন। পাশাপাশি গন্তব্য দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখার মাধ্যমে দেশের সুনাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছেন। দেশ গড়ার কারিগর প্রবাসীরা বৈষম্যমুক্ত নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রবাসীদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় উন্নয়নে প্রবাসীদের অধিকতর সম্পৃক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। অভিবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিতে তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, কনভেনশন ও সনদসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু এবং অভিবাসী কর্মীরা যেন কোনোরূপ শোষণ, প্রতারণা ও হয়রানির শিকার না হন, তা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর সজাগ ও সচেষ্ট থাকতে হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু যুবসমাজ সরকার প্রদত্ত নানাবিধ সুযোগ সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহার করে নিজেদের দক্ষ মানব সম্পদরূপে গড়ে তুলবেন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন- এ প্রত্যাশা করি।

দিবস দু'টি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রবাসে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের যথাযথ সম্মাননা প্রদান নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২৪' ও 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

বৈষম্যমুক্ত নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে বৈদেশিক কর্মসংস্থান: আমাদের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান খাত হিসেবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের ১৭০ টি দেশে প্রায় দেড় কোটি বাংলাদেশি কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছেন। তারা নিজ দেশের ভাষা, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধকে বহিঃ-বিশ্বে তুলে ধরার পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রেরণ করে দেশের অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করেন। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আমাদের শ্রমশক্তির চাহিদা রয়েছে। প্রধানত নির্মাণ, ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি ও সেবা সেক্টরসহ বিভিন্ন সেক্টরে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা রাখা আমাদের অভিলক্ষ্য।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ১২ লক্ষ জনের বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১ লক্ষ ২৬ হাজার জন এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯ লক্ষ ৬৬ হাজার জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষ কর্মী প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ লক্ষ ৬ হাজার জনের অধিক। ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট ২,৫৭,২৯৯ জন নারী কর্মী বিভিন্ন দেশে কর্মে নিয়োজিত হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের প্রধান গন্তব্য সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার, কুয়েত, জর্ডান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান। বৈদেশিক কর্মসংস্থানে ইতিবাচক পরিবেশ বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী সম্প্রতি প্রবাসী কর্মীদের দেশে অর্থ প্রেরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাই থেকে অক্টোবর ২০২৪ সময়ে ৮,৯৩৬.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাওয়া গেছে। জুলাই থেকে অক্টোবর ২০২৩ সময়ে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ৬,৮৭৮.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স শতকরা ২৯.৯২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর সরকার প্রদত্ত ২.৫% হারে প্রণোদনা রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। গত কয়েক মাস যাবৎ রেমিট্যান্স প্রবাহে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সরকার অনুমোদিত বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্ট এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) ও বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল) বিদেশে কর্মী প্রেরণ করে। বোয়েসেল সরকারি মালিকানাধীন রিক্রুটিং এজেন্ট হিসেবে নৈতিক, নিরাপদ ও নিয়মিত কর্মসংস্থান করে থাকে যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। বোয়েসেলের মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৫,৫৫৮ জনের বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ডাক্তার, নার্স এবং উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োগের কার্যক্রম চলছে। শুণ্য বা নামমাত্র অভিবাসন ব্যয়ে উত্তম কর্মসংস্থান নিশ্চিত করছে বোয়েসেল। বিএমইটি IM Japan এর সহযোগিতায় জাপানে শূণ্য অভিবাসন ব্যয়ে কর্মী প্রেরণ করছে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড অভিবাসী কর্মী ও তার পরিবারের সার্বিক কল্যাণে কাজ করে। প্রবাসীদের সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার এবং ওয়েজ আর্নার্স সেন্টারের মাধ্যমে প্রবাসীদের সহায়তা করে থাকে। বিদেশে শেল্টার হাউজ পরিচালনা, প্রবাস ফেরত আহত ও অসুস্থ কর্মীর চিকিৎসার্থে আর্থিক সাহায্য এবং অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রবাসী কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনয়ন, মৃতদেহ পরিবহণ ও দাফন খরচ প্রদান এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পরিবারকে এককালীন ০৩ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করে। তাছাড়াও আপদকালীন সময়ে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কর্মীদের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে। সংশ্লিষ্ট দেশে কর্মীকে আইনি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক অভিবাসনে ইচ্ছুকদের অভিবাসন ঋণ, নারী অভিবাসন ঋণ, প্রবাস ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসন ঋণ, অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ, আত্মকর্মসংস্থান ঋণ, বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ, নারী পুনর্বাসন ঋণ, প্রবাসী কল্যাণ সাধারণ ঋণ প্রদান করে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্বল্পসুদে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা জামানতেও ঋণ সেবা প্রদান করে। প্রবাসীর সন্তানের শিক্ষা ও বিবাহ সঞ্চয় স্কিম চালু আছে। সম্প্রতি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের গ্রাহকদের সিটি ব্যাংক পিএলসির এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সিটি ব্যাংক পিএলসির সাথে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের গ্রাহকগণ প্রেরিত রেমিট্যান্সের মাধ্যমে তাদের ঋণ সমন্বয় করতে পারেন।

বিএমইটি ১০৪ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এবং ০৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির (আইএমটি) মাধ্যমে গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী কর্মীদের ভাষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশ গমণেচ্ছুদের চাকরির জন্য তৈরি করে। আইএমটি ও টিটিসিসমূহের মাধ্যমে আরবি, ইংরেজি, জাপানিজ, চাইনিজ (মান্ডারিন), চাইনিজ (ক্যান্টনিজ) ও কোরিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণ এবং ৭৬ টি ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। বিএমইটি'র ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬ হাজারের অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাষা প্রশিক্ষণ এবং ১ লক্ষ ৭ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়াও, ১১ লক্ষ ৫ হাজার জন কর্মীকে প্রি-ডিপারচার ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। বিদেশ ফেরত কর্মীদের জন্য টিটিসিতে Recognition of Prior Learning এর আওতায় সনদায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে চ্যালেঞ্জ

- বিদেশ গমণেচ্ছুদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপযোগী প্রশিক্ষণের আওতায় আনয়ন।
- অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয় এবং ব্যয় নির্বাহ করতে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ ও ঋণের ফাঁদে আবদ্ধ হওয়া।
- গন্তব্য দেশের নিয়োগকারীর চাহিদাপত্র অনুযায়ী বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা না পাওয়া।
- কর্মস্থল থেকে পালিয়ে গিয়ে অবৈধভাবে বসবাস ও গ্রেফতার, জেল-জরিমানা ও শাস্তি ভোগ করা।
- নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও বৈদেশিক কর্মের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন।
- তৃণমূল পর্যন্ত অপর্যাপ্ত কাউন্সেলিং সুবিধা এবং জেলায় রিক্রুটিং এজেন্টের অফিস বা নিয়োজিত প্রতিনিধি না থাকার ফলে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারা।
- সাব-এজেন্ট/মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর কারণে বাংলাদেশ কর্মীর পর্যাপ্ত যোগান দিতে সক্ষম এবং কঠোর পরিশ্রমী হিসেবে বিদেশে বাংলাদেশের কর্মীদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। জর্ডান ও গ্রিসের সাথে সম্প্রতি কর্মসংস্থান চুক্তি করা হয়েছে। ইতালিসহ বিভিন্ন দেশের সাথে নতুন করে কর্মসংস্থান চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি প্রদেশে মৌসুমি কর্মী নিয়োগের জন্য চুক্তি সম্পাদন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ওমান, বাহরাইন এবং কাতারে নতুন করে কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বোয়েসেলের মাধ্যমে জর্ডানে নারী কর্মী, দক্ষিণ কোরিয়ায় এবং ব্রুনাইয়ে নিয়মিত স্বল্পদক্ষ/আধাদক্ষ কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। জাপানে বর্তমানে ৩টি সেক্টরে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে এবং আরো ১১টি সেক্টর উন্মুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মালয়েশিয়ায় নতুন করে কর্মী নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। ইউরোপিয় ইউনিয়নের *ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ প্রোগ্রামের* আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশসমূহে দক্ষ কর্মী নিয়োগের প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। গ্রিস, ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিয়মিত কর্মীর পাশাপাশি সিজনাল ওয়ার্কার নিয়োগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের উজ্জীবিত তরুণ জনশক্তিকে প্রস্তুত করার মাধ্যমে বিদেশে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মসংস্থানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম

প্রবাসীদের কল্যাণ

- মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার উদ্যোগে বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে সমর্থন জানিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আন্দোলন করার কারণে সে দেশে কারাদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ১৮৮ জনসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে একই অভিযোগে আটককৃত প্রবাসীদের মুক্ত করে নিজ দেশে ফেরত আনা হয়েছে।
- লেবাননে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিপদগ্রস্ত ৯৫৭ জন প্রবাসীকে সরকারি খরচে নিরাপদে দেশে ফেরত আনা হয়েছে। তাছাড়া, IOM এর সহযোগিতায় আরও ১৫১ জন ফেরত এসেছেন।
- প্রবাসীদের ভিআইপি সেবা প্রদানের অংশ হিসেবে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে *প্রবাসী লাউঞ্জ* এবং *প্রবাসী ওয়েটিং লাউঞ্জ* চালু করা হয়েছে। প্রবাসীদের বিদেশ গমন ও বিদেশ হতে ফেরত আসার সময় বিমান বন্দরের প্রতিটি স্তরে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- মালয়েশিয়া প্রবাসী কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মালয়েশিয়া সরকারের প্রতিষ্ঠান PERKESO এর সাথে Memorandum of Collaboration (MoC) স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- প্রবাসী কর্মীদের আইনি সহায়তার জন্য কাতার, ওমান এবং কুয়েতে নতুন *ল ফার্ম* নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যান্য দেশে নতুন ল ফার্ম নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে।
- RAISE প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশ ফেরত কর্মীদের রিইন্টিগ্রেশনের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

আইন ও বিধি সংশোধন

- অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম প্রতিরোধে *বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন* ২০১৩ সংশোধন করে মোবাইল কোর্ট এর আওতা বাড়ানো হয়েছে।
- বিদেশে কর্মে গমণের প্রক্রিয়ায় লিড টাইম হ্রাস এবং পদ্ধতি দ্রুত ও সহজতর করার লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ সংশোধন করা হয়েছে।
- অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সাব-এজেন্টদের জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও সাব-এজেন্ট নিবন্ধন এবং আচরণ) বিধিমালা, ২০২৪ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান

- ৩১ মে ২০২৪ তারিখের মধ্যে মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা কর্মীদের অর্থ ফেরত প্রদান এবং বিশেষ বিবেচনায় তাদের মালয়েশিয়ায় কর্মে নিয়োজনের বিষয়ে মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।
- মালয়েশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের বন্ধ দেশসমূহে পুনরায় কর্মী নিয়োগ চালুকরণে প্রচেষ্টা চলমান। বিদ্যমান শ্রমবাজারসমূহ সম্প্রসারণ ও নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক/চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম চলছে। তাছাড়াও সমঝোতা স্মারক চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া দেশসমূহের সাথে পুনরায় চুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সকল কাজ সমন্বিতভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি ডিজিটাল/অনলাইন প্লাটফর্ম চালুর কার্যক্রম চলমান আছে।

দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত

- বিদ্যমান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে প্রশিক্ষণের আওতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- কারিগরি প্রশিক্ষণের effectiveness assessment করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আমরা সে দিনের স্বপ্ন দেখি যে দিন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় আমাদের প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মী ভাইবোনেরা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে। তাদের উপার্জিত অর্থে বৈষম্যহীনভাবে গড়ে উঠবে বাংলাদেশ এবং সুদৃঢ় ভিত্তি পাবে আমাদের অর্থনীতি।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ পৌষ ১৪৩১
১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২৪' ও 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি প্রবাসী বাংলাদেশি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্য, অভিবাসন খাত সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিসহ সকলকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রবাসী কর্মীদের রেমিট্যান্স বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস এবং আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে প্রবাসীদের সক্রিয় ভূমিকা প্রশংসনীয়। পূর্বে দুইটি আলাদা দিনে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস' উদ্‌যাপন করা হলেও এবার একই দিনে দুইটি দিবস একসাথে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অভিবাসনে সুশাসন নিশ্চিতকল্পে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রমসমূহ প্রবাসীসহ দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিশ্ব শ্রমবাজারে বাংলাদেশের সুনাম সমুন্নত রাখতে সহায়তা করবে।

ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর বিগত কয়েক মাসে প্রবাসীদের কল্যাণে নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২৪' ও 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

উপদেষ্টা
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪ এর এই বিশেষ মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই দিনটি অভিবাসীদের অবদান ও ত্যাগকে সম্মান জানানোর একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করেও প্রায় দেড় কোটি প্রবাসী নিজ পরিবারের ও আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিসহ দেশের মর্যাদা বৃদ্ধিতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রবাসীদের কল্যাণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস এঁর হস্তক্ষেপে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে দণ্ডপ্রাপ্ত ১৮৮ জন বাংলাদেশিকে মুক্ত করে দেশে ফেরত আনা হয়। লেবাননের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিপদগ্রস্ত কর্মীদের সরকারি খরচে নিরাপদে দেশে ফেরত আনা হয়েছে। প্রবাসীদের সম্মানে বিমানবন্দরে প্রবাসী লাউঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে। বিদেশে কর্মী গমন প্রক্রিয়াকরণের সময় হ্রাস ও পদ্ধতি সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মধ্যস্বত্বভোগীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিধিমালা সংশোধন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য একটি সমন্বিত অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরির কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিদ্যমান শ্রমবাজার সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজারে প্রবেশের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বর্তমান সরকার দায়িত্বগ্রহণের পর বিগত কয়েক মাস যাবৎ রেমিট্যান্স প্রবাহে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়তে সরকারের কার্যক্রমকে সমর্থন দেওয়ায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আসুন, সবাই মিলে একসাথে দেশের উন্নয়নে কাজ করি এবং প্রবাসী ভাইবোনদের কল্যাণে আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করি।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪ সফল হোক।

ড. আসিফ নজরুল

উপদেষ্টা
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের অধিকার, সুরক্ষা এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েই আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস উদ্‌যাপনের সূচনা। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বিশ্বব্যাপী প্রবাসীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার অঙ্গীকারকে সামনে রেখে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২৪' ও 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিপুল জনশক্তিসমৃদ্ধ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিবাসী কর্মী বৈদেশিক কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অভিবাসী কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের ত্যাগ ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পালিত এ দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ সংঘটিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের প্রেক্ষাপটে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বৃহত্তর সংস্কার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অভিবাসন উন্নয়ন, শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতা, প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সেবা সহজপ্রাপ্তির জন্য প্রতিটি বাংলাদেশি দূতাবাসে ২৪ ঘন্টা হট-লাইন সেবা, নারী কর্মীদের জন্য শেল্টার হোম এবং দূতাবাস অ্যাপসের মাধ্যমে কনসুলার সেবা চালুসহ নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও অভিবাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামসমূহে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে অভিবাসীদের স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আসছে।

অভিবাসী কর্মীরা গন্তব্য দেশসমূহের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। একইসাথে প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দেশের উন্নয়নে সার্বিক অবদান রেখে চলেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রবাসীদের অধিকার ও সুরক্ষা এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনা আরও সুসমন্বিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২৪' ও 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। এ দিবসে বাংলাদেশের সকল অভিবাসী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মোঃ তৌহিদ হোসেন

উপদেষ্টা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অভিবাসীদের অসামান্য অবদান ও মর্যাদাকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে "আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০২৪" ও "জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৪" উদযাপিত হচ্ছে। অভিবাসী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ এ দিবসে অভিবাসনের সকল অংশীজনকে আমি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রবাসীদের দ্রুততর সেবা নিশ্চিতকল্পে অন্তর্বর্তী সরকার নানামুখি পদক